সমকাল

এমপিও জটিলতার অবসান হোক

দেখে শুনে

হাসনাত আবদুল হাই

সুশাসন

বর্তমান সরকারের বয়স দেড় বছর হলেও পাঁচ বছরের মেয়াদে এর গুরুত্ব কম বলা যাবে না। ফলেন পরিচিয়তে আপ্তবাক্যটি অনুসরণ করলে এ দেড় বছরের কার্যক্রম দিয়েই সরকারের সফলতা-ব্যর্থতার মূল্যায়ন করা যায় এবং করাও হয়েছে। তবে এসব মূল্যায়নের মধ্যে একটি বেশ ব্যতিক্রমী ছিল। সরকারের সার্বিক কার্যক্রমের মূল্যায়ন না করে মন্ত্রণালয়গুলোর শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল ভালো ও মন্দের ভিত্তিতে। ভালো বলতে বোঝানো হয়েছিল সেসব মন্ত্রণালয়কে, যেসব তাদের কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে এবং যাদের ভাবমূর্তি বেশ উজ্জ্বল। এসব মন্ত্রণালয়কে দুর্নীতিমুক্তও মনে করা হয়েছে। কোন বিশেষ মহল থেকে এসব মূল্যায়ন করা হয়নি; করা হয়েছে একাধিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে। সুতরাং এ মূল্যায়ন নিয়ে সন্দেহ বা আস্থাহীনতা প্রকাশের কারণ নেই।

যেসব মন্ত্রণালয় ভালো শ্রেণীতে চিহ্নিত হয়েছে, তার মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় অন্যতম। এ মন্ত্রণালয় ও এর দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ভূয়সী না হলেও সতর্কতার সঙ্গে দেয়া প্রশংসা অর্জন করেছেন। যে মন্ত্রণালয় প্রায় ঐতিহ্যগতভাবে অদক্ষতা ও দুর্নীতির জন্য সমালোচিত হয়ে এসেছে বিভিন্ন সরকারের সময়, সেই মন্ত্রণালয়ের এমন ইতিবাচক মূল্যায়ন সবার জন্যই আনন্দের। বর্তমান সরকারের জন্য তো বটেই। কিন্তু এই আনন্দ মনে হল বড় একটা ধাক্কা খেয়েছে সম্প্রতি। এর কারণ অবশ্য মন্ত্রণালয়ের ভেতর খোঁজা যাবে না; কিন্তু ফল যা দাঁড়িয়েছে তাতে সমালোচনার দায়ভার মন্ত্রণালয়কেই বহন করতে হচ্ছে।

জটিলতা দেখা দিয়েছে এমপিও নিয়ে। এমপিও'র অর্থ কী, তা এর বিশদীকরণ না করলেও আজকাল অর্ধশিক্ষিতরাও বোঝে। প্রায় জাদুমন্ত্রের মতো এ কটি শব্দ, যেমন ছিল আলাদিনের গল্পে সিসেম ফাঁক। মানেগুলি পে-অর্ডার, মাসিক অর্থ প্রদান। বেসরকারি স্কুল ও কলেজগুলোর জন্য এ অর্থ বরাদ্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে রশকবার প্রাণভোমরার মতো। এটা সক্রিয় থাকলে প্রতিষ্ঠানগুলো বাঁচে, এর অভাবে তাদের শ্বাসকষ্ট শুধু নয় মৃত্যু আসন্ন হয়ে পড়ে। এমপিওর ভালো দিক, মন্দ দিক উভয়ই আছে। ভালো দিক হল এই যে, এর সাহায্যে ভয়লো কিছু আর্থিকভাবে দুর্বল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাক্রম চালিয়ে যেতে পারে; শিক্ষকরা নিয়মিত পুরো না হলেও মোটামুটি সন্তোষজনক হারে বেতন পেয়ে দায়িত্ব পালন করেন নিষ্ঠার সঙ্গে। এতে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হয়। মন্দ দিক হল, শুধু এপিও পাওয়ার জন্যই প্রতারণাশীলদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় স্কুল ও কলেজ যেখানে শিক্ষার মান নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনা থাকে না, এমনকি প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তির তাগিদও অনুভব করা হয় না। সাইনবোর্ডসর্বস্ব এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক হওয়ার অযোগ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে মাঝে মাঝে সরকারি বরাদ্দের বেতন দিয়ে বলতে গেলে তাদের পুষে থাকে। এর মধ্যে যত না থাকে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্য, তার চেয়েও বেশি কাজ করে স্বজন-অনুগতদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনের তাড়না। এমপিওর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এসব ক্ষেত্রে ভূলুণ্ঠিত হয়, সরকারি বরাদ্দের হয় অপব্যয়।

এমপিওভুক্তির জন্য একটা নির্দেশিকা আছে, যা অনুসরণ করতে বলা হয় সবাইকে। এ নির্দেশিকায় প্রাধান্য পায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষাক্রম, পরীক্ষার ফলাফল, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি। এসব সূচক প্রায় অংকের মতো, যার জন্য ইচ্ছামতো সূচকের বিপরীতে ফলাফল প্রদর্শন সম্ভব হয় না। কিন্তু অসাধু উপায় অবলম্বন করে সত্যকে প্রচ্ছন্ন করে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হলে সূচকগুলো ইচ্ছামতো ব্যবহার করা যায়। দেখা গেছে, সব সরকারের সময়েই কমবেশি এমন হয়েছে। এ নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু দুষ্টক্ষতের মতো সমস্যাটি রয়েই গেছে। এমপিও বলতেই তাই সাধারণত যে কথা মনে আসে, তা হল ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল মূল্যায়নের ভিত্তিতে আর্থিক অনুদান দেয়া। এ উপসংহারে অবশ্যই অতিরঞ্জন আছে। কেননা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এই শ্রেণীতে পড়ে না। নির্দেশিকার শর্ত পালন করে, এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নেহাত কম নয়।

বর্তমানে দেশে প্রায় দু'হাজারের কিছু বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওর সুবিধা ভোগ করছে। গত সাত বছরে কোন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। বর্তমান সরকার তালিকায় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেয়। এ দায়িত্ব পালনের কথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। সুতরাং শিক্ষামন্ত্রী তার কর্মকর্তাদের নিয়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। যথাসময়ে তালিকা সম্পন্ন হয় এবং ১০২২টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য শিক্ষামন্ত্রীর কর্তৃত্বই চূড়ান্ত। একনা উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ প্রেরণের প্রয়োজন হয় না, মন্ত্রিসভার বৈঠকে সার-সংক্ষেপ দেয়ার তো নয়ই। কিন্তু নতুন তালিকা হতে না হতেই ভুলুন ব্যাকবিতর্ক শুরু হয়ে যায়, সমালোচনার ঝড় ওঠে। মন্ত্রী থেকে সরকার পক্ষের এমপি বিষয়টি এড়েন্ডা বহির্ভূতভাবে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এনে সমালোচনা করে শিক্ষামন্ত্রীকে প্রায় তুলোধুনো করে ছাড়েন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয়, নতুন তালিকা একটি কমিটি পর্যালোচনা করে দেখবে। এই কমিটির প্রধান হবেন শিক্ষা উপদেষ্টা। বিষয়টি এভাবে অস্বাভাবিক ও অনভিপ্রেত এক মোড় নিল, যা ভবিষ্যতের জন্য শুভ হতে পারে না।

প্রথমত কমিটি করে এমপিওর তালিকা পর্যালোচনার দায়িত্ব শিক্ষা উপদেষ্টাকে দিয়ে প্রকারান্তরে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর অনাস্থাই প্রকাশ করা হল। যে শিক্ষামন্ত্রী এতদিন এবং এখনও সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন, তার প্রতি এ অনাস্থা প্রকাশ দুঃখজনক বলেই কম করেই বলা হবে। যদি তালিকা পুনর্বিবেচনা করতে হয়, তাহলে তাকে দিয়েই করানো যেত। পুনর্বিবেচনায় নতুন তালিকায় যেসব প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেগুলো থেকে কোন নাম বাদ দেয়ার অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। কেননা নির্দেশিকা অনুসরণ করেই তাদের নির্বাচন করা হয়েছে। পুনর্বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নতুন করে কিছু নামের অন্তর্ভুক্তি। এসব নাম মন্ত্রী ও এমপিদের কাছ থেকে এসেছে। তারা যাকে বলে 'ভিআইপি অর্ডার' দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী এদের এমপিওভুক্ত করতে হবে। প্রথমে যখন এসব প্রতিষ্ঠান তালিকায় স্থান পায়নি, তখন বুঝতে হবে এদের তুরুপ্ত বেশ দুর্বল। এত দুর্বল যে এমপিওভুক্তির নির্দেশিকায় যেসব শর্ত, তা পালনের অনুকূল নয়। শিক্ষামন্ত্রী যদি এসব বাদ দিয়ে থাকেন, তার জন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। বিশেষ বিবেচনায় যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করতে হয়, তাহলে যে উদ্দেশ্যে সরকারি অনুদান দেয়া হচ্ছে সেটাই ভেস্তে যাবে।

বর্তমান পরিস্থিতি হল এই যে, শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা উপদেষ্টাকে সত্বর তার কমিটির পর্যালোচনা শেষ করে তালিকা চূড়ান্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন। এ মাসের মধ্যে এমপিও তালিকা চূড়ান্ত না হলে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অনুদানের অর্থ ফেরত চলে যাবে। এ আশংকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় আতংক বিরাজ করছে এবং শিক্ষা কার্যক্রমে প্রায় অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সম্প্রতি বেশ শক্ত অবস্থান নিয়ে বলেছে, এমপিও তালিকা তৈরি ও চূড়ান্ত করার অধিকার শিক্ষামন্ত্রীর একারই, অন্য কারও নয়। তারা অর্থ মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপেরও নিন্দা করেছেন। সরকারের কার্যক্রমের জবাবদিহিতা জাতীয় সংসদের কাছেই করতে হয়। এখন স্থায়ী কমিটির এ সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনার পর শিক্ষা উপদেষ্টার সম্পূর্ণ তালিকা নয়, নতুন নামের সুপারিশ করাই সমীচীন হবে। যেসব নতুন নাম তালিকায় অন্তর্ভুক্তির জন্য বলা হবে, তাদের নাম প্রকাশ্যে ছাপা হওয়া প্রয়োজন। শুধু তা-ই বা কেন, সম্পূর্ণ এমপিও তালিকা ওয়েবসাইটে দিয়ে তথ্যসহ দেখাতে হবে কেন তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো এমপিওর অধীনে সরকারি বরাদ্দ পাচ্ছে। এটা আগে করা হলেও স্বচ্ছতার খাতিরে এখন আবার করা উচিত।

সরকারের সব কাজে স্বচ্ছতা থাকা সুশাসনের লক্ষণ। এমপিও নিয়ে সব সময়ই অস্বচ্ছতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এটা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে না। চলা উচিতও নয়। বর্তমান সরকারকে শুধু সত্বর এমপিও তালিকা চূড়ান্ত করতে দক্ষতার পরিচয় দিলে হবে না, তালিকা প্রকাশ করে স্বচ্ছতারও প্রমাণ রাখতে হবে। যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এতদিন সফল হিসেবে ও দুর্নীতিমুক্ত বলে খ্যাতি পেয়েছে, তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলে পরিণামে সরকারের ভাবমূর্তিরই ক্ষতি হবে।

হাসনাত আবদুল হাই : *বাংলাদেশ সমবায় সচিব*

> এমপিও নিয়ে সব সময়ই অস্বচ্ছতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। এটা অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে না। চলা উচিতও নয়। বর্তমান সরকারকে শুধু সত্বর এমপিও তালিকা চূড়ান্ত করতে দক্ষতার পরিচয় দিলে হবে না, তালিকা প্রকাশ করে স্বচ্ছতারও প্রমাণ রাখতে হবে। যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এতদিন সফল হিসেবে ও দুর্নীতিমুক্ত বলে খ্যাতি পেয়েছে, তার ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলে পরিণামে সরকারের ভাবমূর্তিরই ক্ষতি হবে।

তারিখ ... 27 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... পৃষ্ঠা ... ৩ ...